মানুষ এলো কোথায় থেকে
আবদুল মান্নান তালিব

মানুষ এলো কোথায় থেকে

আবদুল মান্নান তালিব

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৬৩ (শিশু-১)

১ম প্রকাশ
একুশে বই মেলা ২০০৬

নির্ধারিত মূল্য ঃ ২৫.০০ টাকা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ রোমেল

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মানুষ এলো কোথায় থেকে ?
কে পাঠাল হেথায় তাকে ?
এ দুনিয়ায় কাজটি কি তার ?
আবার তাকে ফিরতে হবে
এসেছিল যেখান থেকে ?

মানুষ এলো কোথায় থেকে
যাবে আবার কোথায় ?
যাচ্ছে এবং যাচ্ছে সবাই
ওই যে ওদিক হোথায়।

কেউ জানেনা যাচ্ছে কোথায়
তবুও সবার হচ্ছে যেতে
ইচ্ছে থাকুক নাইবা থাকুক
যায় আসেনা কিছুই এতে।
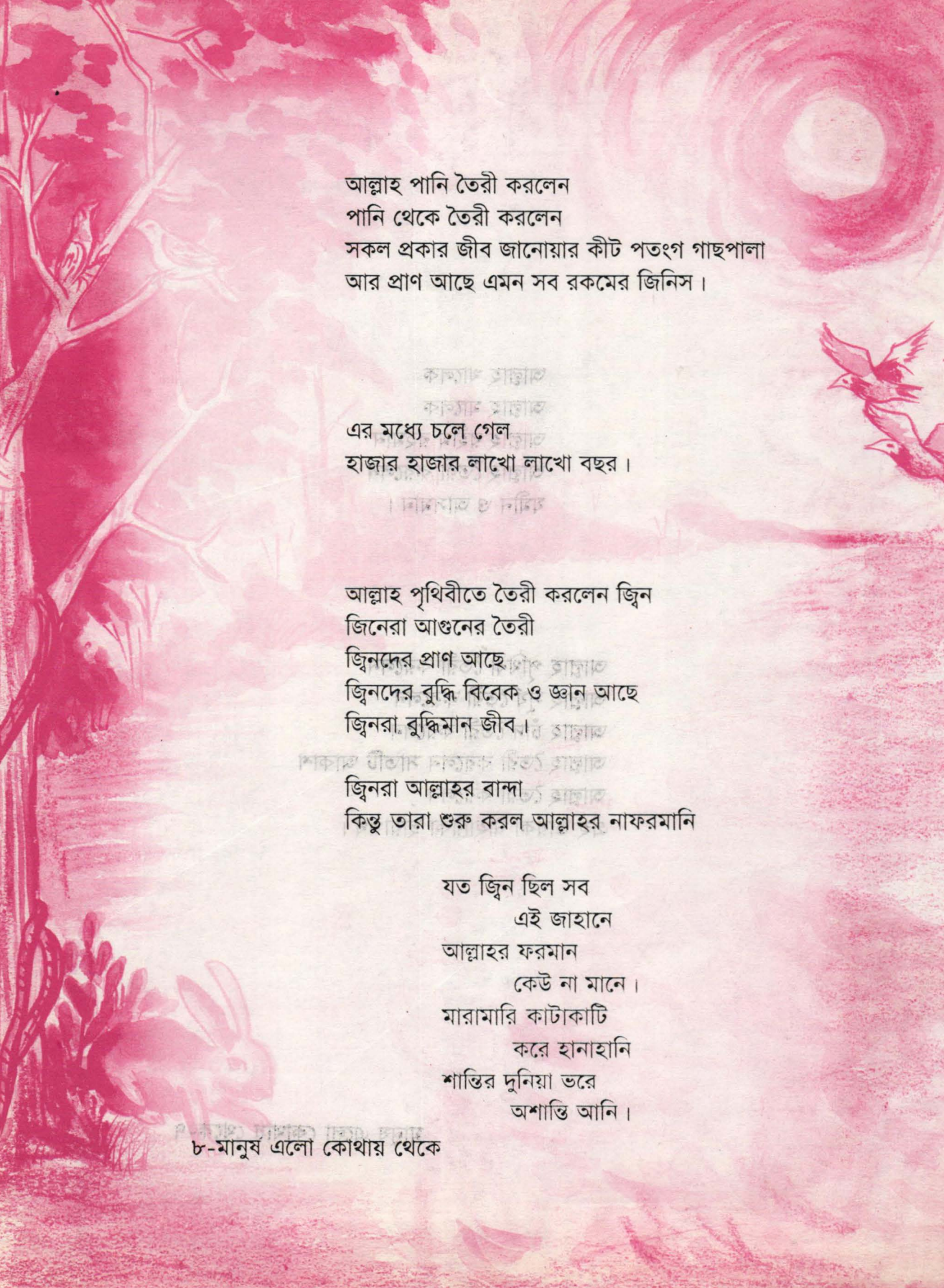
মানুষ এলো যেথায় থেকে
যেথায় থেকে যেদিক থেকে
যাচ্ছে কি ফের সেদিক পানে
আল্লাহ মালুম তাই কে জানে।

আল্লাহ খালেক
আল্লাহ মালেক
আল্লাহ রহীম রহমান
আল্লাহ তৈরী করলেন
যমীন ও আসমান।

আল্লাহ পৃথিবী তৈরী করলেন
আল্লাহ সূর্য তৈরী করলেন
আল্লাহ চাঁদ তৈরী করলেন
আল্লাহ তৈরী করলেন সাতটি আকাশ
আল্লাহ তৈরী করলেন
গ্রহ তারকা নীহারিকা ছায়াপথ।

আল্লাহ পানি তৈরী করলেন
পানি থেকে তৈরী করলেন
সকল প্রকার জীব জানোয়ার কীট পতংগ গাছপালা
আর প্রাণ আছে এমন সব রকমের জিনিস।

এর মধ্যে চলে গেল
হাজার হাজার লাখো লাখো বছর।

আল্লাহ পৃথিবীতে তৈরী করলেন জ্বিন
জিনেরা আগুনের তৈরী
জ্বিনদের প্রাণ আছে
জ্বিনদের বুদ্ধি বিবেক ও জ্ঞান আছে
জ্বিনরা বুদ্ধিমান জীব।

জ্বিনরা আল্লাহর বান্দা
কিন্তু তারা শুরু করল আল্লাহর নাফরমানি

যত জ্বিন ছিল সব
এই জাহানে
আল্লাহর ফরমান
কেউ না মানে।
মারামারি কাটাকাটি
করে হানাহানি
শান্তির দুনিয়া ভরে
অশান্তি আনি।

তখন আল্লাহ
তৈরী করলেন আদমকে মাটি থেকে।
আদম হলেন প্রথম মানুষ।
আর আদম থেকে তৈরী করলেন
মা হাওয়াকে।

আল্লাহ তৈরী করলেন
জ্বিন ও ইনসান
জ্বিনের মধ্যে ছিল এক
ইবলিস শয়তান।

বাবা আদম ও মা হাওয়া
ছিলেন অতি মনোরম ও সুশোভিত জান্নাতে।
আল্লাহর হুকুম মেনে এবং
জান্নাতের মিষ্টি মধুর ফলমূল খেয়ে
তারা সুখে শান্তিতে জীবন কাটাতে লাগলেন।
কিন্তু তার মধ্যে বিপত্তি ঘটালো
ইবলিস শয়তান।
সে কথা পরে বলব—
তার আগে ইবলিসের কথা একটু শোন।

ইবলিস ছিল জ্বিন পরিবারের লোক।
আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগী করতে করতে
সে হয়েছিল ফেরেশতাদের দলের একজন।

ফেরেশতারা নূরের তৈরী আর এক প্রকারের জীব
তারা মশগুল থাকে আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগীতে।
তারা আল্লাহর অনুগত বান্দা
তারা আল্লাহর হুকুম পালন করে।
আল্লাহ যা করতে বলেন
তাই করে তারা,
যেভাবে করতে বলেন
সেভাবে করে তারা,
তার অন্যথা হয়না।
আল্লাহর হুকুমের একচুল এদিক ওদিক করার
ক্ষমতা নেই তাদের।
তারা আল্লাহর নাফরমানি করে না।
আল্লাহ যখনই কোনো হুকুম দেন
সঙ্গে সঙ্গেই তামিল করে তারা।

ফেরেশতারা খাওয়া দাওয়া করে না
তাদের বিয়ে শাদী করতে হয় না।
তাদের জমি-জিরাত নেই।
ঘর-সংসার ছেলে-মেয়ে নেই।
টাকা-পয়সা নেই।
এসবের প্রয়োজন তাদের হয় না।
দুনিয়ায় ও আকাশে
তারাই আল্লাহর সব কাজ করে।
তারা সব সময় তৈরী থাকে
আল্লাহর হুকুম পালন করার জন্য।

ইবলিস জ্বিন পরিবারের লোক হলেও
তার ইবাদাত বন্দেগীর জোরে
আল্লাহর হুকুম ঠিকমত মেনে চলার ফলে
তাকে শামিল করা হয়েছিল
ফেরেশতাদের দলে।

কিন্তু তার
পরীক্ষার
এখনো ছিল বাকী

জ্ঞানের সাগরে আদম
তরী বেয়ে যায়
শয়তান তার বুকে
হাবুডুবু খায়।

আল্লাহ আদমকে শেখালেন
যা শেখাবার আছে সব কিছু
ফেরেশতারা সেগুলো জানতোনা কেউ।
আল্লাহ সবাইকে ডাকলেন,
সবাইকে বললেন এগুলোর নাম বল
ফেরেশতারা কেউ বলতে পারলো না,
ইবলিসও বলতে পারলো না।
আল্লাহ আদমকে বললেন
তুমি বল,
আদম সবগুলোর নাম বলে গেলেন
গড় গড় করে।

জ্ঞান আছে বলে
তাইতো মানুষ সবার চাইতে বড়,
জ্ঞান আছে বলে
তাইতো মানুষ আল্লাহর প্রিয়তর।

আল্লাহ বললেন ফেরেশতাদের
আদমকে সিজদা কর।
সবাই সিজদা করল
কিন্তু ইবলিস করল না।
সে বলল,
আমি আগুনের তৈরী
আর আদম মাটির তৈরী
তাই আমি তাকে সিজদা করতে পারি না।

সে অহংকার করল।
আল্লাহ আদমকে বড় করলেন
আর ইবলিস নিজেকে বড় ভাবল
আদমের চেয়ে।

ইবলিস আল্লাহর হুকুম অমান্য করল।
আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হল তার ওপর
সে হয়ে গেল মরদুদ শয়তান,
বিতাড়িত হল সে ফেরেশতাদের দল থেকে।

ইবলিস হয়ে গেল শয়তান।

সেই থেকে
ইবলিস শয়তান
হয়ে গেল আদমের জানি দুশমন,
করল সে ধান্দা
বানাতে আদমকে
আল্লাহর নাফরমান বান্দা।

বাবা আদম ও মা হাওয়া
জান্নাতে আরামে আয়েশে বসবাস করতে লাগলেন।
জান্নাতের ফলমূল খেয়ে
জান্নাতি ফুলের সুবাস নিয়ে
সুখে শান্তিতে দিন কাটতে লাগল তাদের।

কিন্তু তাদের আসল পরীক্ষা ছিল বাকী।

আল্লাহ রব্বুল আলামিন
তাদেরকে তৈরী করেছিলেন
পৃথিবীতে কিছুকাল জীবন যাপন করার জন্য।
পৃথিবীতে বসবাস করে
আদম ও হাওয়ার সন্তানরা
কেউ হবে জান্নাতের যোগ্য
কেউ হবে জাহান্নামের যোগ্য।

যে যেমন কাজ করে
তেমন সে ফল পায়
ভালো কাজ করে তার
ফল পায় ভালো
সেই কাজ হয় তার
আঁধারে আলো
মন্দ কাজেতে যার হয় মতি গতি
গুনাগার হয় তার আখেরে ক্ষতি।

বাবা আদম ও মা হাওয়াকে
আল্লাহ মাফ করেছিলেন
জান্নাতের একটি গাছের ফল খেতে
কিন্তু শয়তানের ওয়াসওয়াসায়
তারা খেয়ে ফেললেন সেই ফল।

প্রথম মানুষ সেদিন করলেন
প্রথম ভুল
অমনি তাদের শরীর থেকে খসে পড়ল
জান্নাতের সব পোশাক আশাক,
গা ঢাকলেন গাছের লতাপাতা দিয়ে
বাবা আদম ও মা হাওয়া,
নিজেদের আবরু ঢাকলেন তাঁরা
বুঝলেন নিজেদের ভুল ও শয়তানের ধোঁকাবাজী,
অনুতপ্ত হলেন তাঁরা–
তওবা করলেন আল্লাহর কাছে।

—'রব্বানা যলামনা আনফুসানা'–
আমাদের প্রতিপালক
আমাদের রব
আমরা করেছি গুণা
আমাদের গুণা খাতা
মাফ করে দাও
সব তুমি ওগো রব্বানা

আল্লাহ বললেন তোমরা যাও
আদম হাওয়া ও শয়তান
তোমরা সবাই যাও
তোমরা সবাই চলে যাও
দুনিয়ায়।

সেখানেই তোমাদের জীবন কাটাতে হবে।
সেখানে তোমরা হবে একে অন্যের দুশমন।
শয়তান তোমাদের সত্যের পথে চলতে দেবে না
কিন্তু তোমাদের চলতে হবে সত্যের পথে।
এটা হবে তোমাদের জন্য পরীক্ষা

সেই থেকে চলছে
এই পৃথিবীর কারবার
সেই থেকে লড়ছে
মানুষ ও শয়তান বারবার।

আল্লাহ আদম হাওয়া ও শয়তানকে বললেন
তোমরা পৃথিবীতে চলে যাও
পৃথিবীকে তৈরী করা হয়েছে
তোমাদের বসবাসের জন্য।
তোমাদের খাবার দাবার পানীয় বায়ু তাপ আলো
যা কিছু দরকার তোমাদের জীবন যাপন করার জন্য
সব কিছু সেখানে মজুদ আছে।
তোমরা সেখানে থাকবে
যতদিন তোমাদের সেখানে থাকতে হয়
তারপর
আমার বেঁধে দেয়া মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে
তোমাদের ফিরে আসতে হবে
আবার আমার কাছে।
পৃথিবীর জীবনটা একটা পরীক্ষা
সবাইকে সেখানে পরীক্ষা দিতে হবে।

রব্বুল আলামিন
গড়লেন পৃথিবীর রাতদিন,
সময় সুযোগমত
কাজ কর অবিরত
রবের হুকুম জানা আগে দরকার
সেইমত হতে হবে কাজ কারবার।

যে ফসল বুনি আজ
কাটা হবে তাই কাল
জীবনের নেকী বদী
মিলে হবে পরকাল।
বৃথা নয় এ জীবন কোনো কিছু বৃথা নয়,
আমাদের রব যিনি
আমাদের নিয়ে তিনি
খেলেন না ছিনিমিনি
জীবনটা পরীক্ষা এক
তাই এতে সফলতা ব্যর্থতা আছে নিশ্চয়।

ইবলিস শয়তান
ফরিয়াদ করল আল্লাহর কাছে
হে আল্লাহ!
এই আদমের জন্যই আমি পথহারা হলাম,
এই আদমের জন্যই আমি হলাম
তোমার বিরাগভাজন,
কাজেই এই আদমকে এবং এর আউলাদকে
তোমার পথে আমি চলতে দেব না,
আমি যেমন বিপথে চলেছি
তেমনি এদেরকে বিপথগামী করবো–
সে ক্ষমতা আমাকে দান করো।

আল্লাহ শয়তানকে ক্ষমতা দান করলেন
আদমের সন্তানদের ওয়াস্‌ওয়াসা দেবার
হক ও সত্য থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখার
এবং মিথ্যা ও বাতিলের দিকে টেনে নিয়ে যাবার
ভালো থেকে দূরে সরিয়ে রাখার
এবং মন্দের দিকে টেনে নিয়ে যাবার
সুযোগ ও ক্ষমতা দান করলেন
শয়তানকে।

শয়তান মিথ্যাকে সুন্দর করে
রূপময় সজ্জিত সুশোভিত করে
শয়তান সত্যকে আঁধারে ঢাকে
তার গায়ে কালিমা মাখে,
পদে পদে পেতে রাখে
ফাঁদ শয়তান
সেই ফাঁদে পড়ে যায়
বোকা ইনসান।

কিন্তু মানুষ যাতে এই ফাঁদে পড়তে না পারে
তাই আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা করলেন ঃ
আদমের সন্তানদের
সত্য সঠিক পথ দেখাবার জন্য
আমি যুগে যুগে দেশে দেশে
সত্য পথের দিশারী—
আমার নবী ও রসূলদের পাঠাবো,
তারা আমার হুকুম শোনাবে মানুষকে,
যারা তাদের কথা মেনে নেবে
তাদের দেখানো পথে চলবে
তারা সঠিক পথ পেয়ে যাবে।
ইবলিস শয়তান তাদেরকে সরিয়ে নিতে পারবে না।
আমার পথ থেকে—
যতই ফন্দি আঁটুক না কেন সে।

আর যারা মানবে না
রসূলের কথা
নিজেদের মন গড়া
বলবে যাতা
চলবে যেমন তাদের
খেয়াল খুশী
তারাই ধ্বংস হবে
তারাই দোষী।

আল্লাহ শয়তানকে বললেন
যাও তোমাকে সময় দিলাম সুযোগ দিলাম
কিয়ামত পর্যন্ত।

কিয়ামতের কথা তোমরা এখনো জান না
কিয়ামত শুরু হবে যেদিন শেষ হবে
এ পৃথিবীর জীবন।
সেদিন মানুষের ও জ্বিনদের সব কাজের বিচার হবে।
দুনিয়ায় যে যা কাজ করেছে সারা জীবন ধরে
তার চুলচেরা বিচার হবে।
দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হবে সব কাজ।
ভালো কাজ যারা করবে
তাদেরকে দেয়া হবে জান্নাতে
আর মন্দ কাজ যারা করবে
তাদেরকে দেয়া হবে জাহান্নামে।
বিচারক হবেন একমাত্র আল্লাহ–
'মালিক ইয়াওমিদ্দীন।'

জান্নাতে নিয়ামত অফুরান
দুঃখ নেই সেখানে সুখ আর সুখ,
জাহান্নামে আগুন আর বিষধর সাপ
শেষ নেই সে জীবনের আনন্দ বিমুখ।

আয় আল্লাহ!
আমাদের সবাইকে বাঁচাও জাহান্নামের আগুন থেকে,
আমাদের বাঁচাও শয়তানের ওয়াস্‌ওয়াসা থেকে,
শয়তানের ধোঁকা ও কু পরামর্শ থেকে।

আয় আল্লাহ!
আমাদের ভালো কাজ করার এবং খারাপ কাজ
না করার সুযোগ দাও।
আমাদের তোমার হুকুম মেনে চলার সুযোগ দাও।

আয় আল্লাহ!
আমরা যেন দুনিয়ায় নেক কাজ করে তোমাকে
রাজি ও খুশী করতে এবং আখেরাতে
জান্নাতের অধিবাসী হতে পারি
সে তওফীক আমাদের দান কর।
আমীন! ছুম্মা আমীন !

আমাদের প্রকাশিত কিছু শিশু-কিশোর সাহিত্য